মাসিক কিশোর বার্তা
সংখ্যা ১১ ॥ সেপ্টেম্বর-২০১৮ইং

সেলাই মেশিনের চাকায় স্বপ্ন দেখে লাইজু

ভোলার লালমোহন উপজেলার পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের কিশোরী ক্লাব "স্বপ্ন চুড়ার" সদস্য লাইজু বেগম (১৫)। স্থানীয় আব্দুর রব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে বানিজ্য শাখায় পড়াশোনা করছে। মাত্র দুই বছর বয়সে গ্যাসের আগুনে পুড়ে ডান হাত বেঁকে গেছে। এর ফলে কিশোরী লাইজু অন্য কিশোরীদের মতো স্বাভাবিক নয়। প্রতিনিয়ত তাকে জীবন যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এক দিকে সংসারের অভাব অনটন অন্যদিকে নিজের স্বপ্ন পূরণ করার প্রবল বাসনা।

তাই সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে পড়াশোনার পাশাপাশি সেলাই এর কাজ করে সে। বর্তমানে ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় ও কোস্ট ট্রাস্ট এর আইইসিএম প্রকল্পের মাধ্যমে 'শিশু সুরক্ষা বৃত্তি' নিয়ে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে সেলাই মেশিন কিনে কাপড় সেলাই করা অর্থ দিয়ে পড়াশোনারা খরচ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সেলাই মেশিনের চাকায় বর্তমানে স্বপ্ন দেখছে লাইজু বেগম।

লাইজু বেগম জানায়, ''আমি ছোট বেলায় মা-বাবার সাথে ঢাকায় থাকতাম। আমার বয়স যখন যখন দুই বছর তখন আমার ডান হাত পুড়ে গিয়ে বেঁকে যায়। শুধু হাত নয় আমার গালের কিছুটা অংশও পুড়ে যায়। এর জন্য বাবা-মা অনেক টাকা খরচ কওে চিকিৎসা করান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উন্নত চিকিৎসা করাতে পারেননা আর।

বড় দুই ভাই ঢাকাতে থাকলেও পরিবারের কোন খোঁজখবর রাখেননা। তাই বাবা আমাদের সংসারের এক মাত্র আয়ের উৎস। লালমোহন বাজারে সেলাই এর কাজ করে যে অর্থ পান তা দিয়েই আমাদের সংসার চলে।

লাইজু জানায়,''প্রথম দিকে আমার যে কোন কাজ করতে কষ্ট হচ্ছিল। বাবার কষ্টের সংসারে আমি নিজে পরিবারে বোঝা হিসাবে থাকতে চাচ্ছিলাম না। তাই তো বাম হাত দিয়েই আমার সব কাজ করা শুরু করি। এখন বাম হাত দিয়ে লেখা,আঁকাসহ সব কাজ করি।

লাইজু আরো জানায়, ''শিশু সুরক্ষা বৃত্তি দিয়ে আমি সেলাই মেশিন কিনি। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন আমি মাসে স্থানীয় মানুষের জামা-কাপড় সেলাই করে মাসে পাচঁশত টাকা থেকে এক হাজার টাকা আয় করি। সেই টাকা দিয়ে আমি আমার পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি পরিবারের আর্থিকভাবে সহায়তা করে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আমি সরকারী চাকুরী করে পরিবারে অভাব অনটন দুর করতে চাই।"

লাইজু পিতা আব্দুল মান্নান ও মাতা শাফিয়া খাতুন জানান,''লাইজু আমাদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। ছোট বেলায় আগুনে ওর হাত পুড়ে বেঁকে যাওয়ায় আমরা অনেক চিন্তিত ছিলাম ওর ভবিষৎ নিয়ে। কিন্তু এখন লাইজু তার পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি আমাদের পরিবারে আর্থিকভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। আমরা চাই আমাদের লাইজু যেন অনেক বড় হয়।"

কোস্ট ট্রাস্ট আইইসিএম প্রকল্পের লালমোহন উপজেলার ট্রেনিং এন্ড মনিটরিং অফিসার ফাহিমা বেগম জানান,''লাইজু মতো একজন সংগ্রামী মেয়ের পাশে দাঁড়াতে পেরে খুব ভালো লাগছে। শিশু সুরক্ষা বৃত্তির প্রতিবন্ধী কোটায় পনের হাজার টাকার বৃত্তি পেয়ে আজ সে আমাদের জন্য রোল মডেল হিসাবে এগিয়ে চলছে। পাশাপাশি ক্লাবের সদস্যদের কাছে রোল মডেল হয়ে উঠেছে সে।"

স্কুল ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা

তর্ক শুধু মাত্র যুক্তির জন্য নয়, এটা কোনো ঝগড়া ও নয়।তর্ক মানুষকে মুক্তির মন্দিরে পৌছে দেয়। পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষের মধ্যে যারা যুক্তিকে তাদের নিজের জীবনের জন্য গ্রহন করে তারা পৌছে যায় মুক্তির মন্দিরে। চরফ্যাসনের মতো উপকুলীয় এলাকার ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুল বিতর্কের কোনো ধারনা নেই বললেই চলে। আইইসিম প্রকল্পের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর মাসে চরফ্যাসনের ১৭টি স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে । ১০২ জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে ও কমপক্ষে ৩০০০ ছাত্র/ছাত্রী প্রতিযোগিতাগুলো উপভোগ করেছে। প্রতিযোগিতার জন্য ১৭টি বিষয় আগে থেকে নির্ধারন করে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় সব প্রতিষ্ঠান "কেবল শিক্ষাই পারে বাল্য বিবাহ কমাতে" এই বিষয়টি গ্রহন করেন। যদিও বিতার্কিকরা তাদের বিষয় সম্পর্কে একমমত হয়েছেন কিন্তু তারা সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য, ইভ টিজিং, ভালো বরের মতো আরো অনেক বিষয়কে অগ্রাহ্য করতে পারেননি এমনকি বিপক্ষ দলের দল নেতারা যুক্তি খন্ডন পর্বের শেষে বলেন

যদিও আমরা প্রতিযোগিতার খাতিরে আজ বিপক্ষে দাড়িয়েছি কিন্তু আমরাও স্বীকার করি শিক্ষা বাল্য বিবাহকে রুখে দিতে পারে অনেকাংশে। উপজেলার আইইসিএম প্রকল্পের এইটিএমও বলেন- শিক্ষাই একমাত্র বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করে অন্য বিষয় যেমন সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য, ইভ টিজিং, ভালো বর ইত্যাদি বিষয়গুলো বাল্য বিবাহকে তরান্বিত করে। আসলে সচেতনতাই পারে বাল্য বিবাহকে ঠেকাতে। তিনি বাল্য বিবাহ ঠেকাতে সকলকে কমপক্ষে ডিগ্রী পাশ করার প্রত্যয় ব্যাক্ত করান। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান কারন তারা সকলে বাল্য বিবাহ সম্পর্কে জানে।

আই-ইসিএম প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা বৃত্তি প্রদান

আই-ইসিএম প্রকল্পের মাধ্যমে ভোলা সদর, লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলায় প্রতিবন্ধি ও শিশু বিবাহরে ঝুঁকিতে থাকা কিশোরীদের 'শিশু সুরক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। তিন উপজেলায় মোট ১০০ জন কিশোরীকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। চেকের মাধ্যমে প্রত্যেক শিশুকে ১৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এই টাকা দিয়ে কিশোরীরা সেলাই মেশিন কিনে পোশাক তৈরির কাজঁ বা হাঁস-মুরগি পালন সহ নানা আয় বর্ধক কাজে ব্যয় করে অর্জিত অর্থ দিয়ে পড়াশোনা খরচ চালাবে এবং পাশাপাশি নিজের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে।

ক্লাবভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ভোলার ধনিয়া ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ক্লাবভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পথ নাটক অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৩ এপ্রিল ধনিয়া ইউনিয়নের ইলিয়াছ মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দিনব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাল্যবিয়ে মুক্ত ইউনিয়ন গড়তে কিশোর- কিশোরীদের সচেতনাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলত ক্লাবের প্রায় তিন শতাধিক কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া কিশোর-কিশোরীরা- ছেলেদের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা, মোরগ লড়াই, বালতিতে বল নিক্ষেপ ছাড়াও কিশোরীদের জন্য- বালিশ খেলা, সুঁই-সুতা খেলা, বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি, গান, নৃত্য প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিভিন্ন কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ইন্টার একটিভ পপুলার থিয়েটার(আইপিটি) শো এর নাটক "আমরাই পাড়ি" পরিবেশন করা হয়। নাটকে ইভটিজিং এর কারণে বাল্য বিয়ে বৃদ্বি, বাল্য বিয়ের ফলে শাস্তি, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণ গুলো তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি সঠিকভাবে হাত ধোয়ার নিয়ম নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। পরে প্রতিযোগিতায় অংশ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন ধনিয়া ইলিয়াছ মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: হেলাল উদ্দিন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন- সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান শাহিন, রহিমা বেগম, আব্দুর রহমান।

সেপ্টেম্বর,১৮ মাসে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ :

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ক্লাবভিত্তিক প্রতিযোগিতা	৭	৭
উঠান বৈঠক	১২৭	১২৭
ওয়াস ব্লক মেরামত	৩	৩
আইপিটি শো	১৮	১৮
সিবিসিপিসি কমিটির সভা	১২২	১২২
কমিউনিটি ডায়লগ	৮	৮
বৃত্তি প্রদান	১০০	১০০
যোগসূত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	১
মাসিক সভা	১	১

বিস্তারিত তথ্যের জন্য
কোস্ট ট্রাস্ট- আই-ইসিএম প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
সার্কিট হাউজ রোড,চরনোয়াবাদ, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।